E-CONTENT PREPARED BY

Sri Dhananjoy Das
Assistant Professor
Department of Bengali

Durgapur Government College, Durgapur, West Bengal
(*Affiliated to Kazi Nazrul University, Asansol, West Bengal*)
NAAC Accredited "A" Grade College
(Recognized under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act 1956)

E-Content prepared for students of

B.A. Honours (Semester-I) in Bengali

Name of Course : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)

Topic of the E-Content

শ্রীরামপাঁচালি ও কৃত্তিবাস ওঝা

বাংলা ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তুর্কি বিজয় নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল কে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বন্ধ্যা যুগ', 'অন্ধকারময় যুগ' হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও তুর্কি আক্রমনের ফলশ্রুতিতেই বাংলা সাহিত্যে দুটি বিশেষ সাহিত্যধারার সূচনা হয়েছিল।

১। মঙ্গলকাব্যধারা

২। অনুবাদ সাহিত্যের ধারা।

বাঙালি জাতির এক বিশেষ সংকটের কালে সাংস্কৃতিক ভাঙনের প্রতিরোধকল্পে রচিত হয় মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্য রচনার উদ্দেশ্য ছিল লৌকিক দেবদেবীদের সঙ্গে পোরাণিক দেবদেবীর সমন্বয়সাধন ও এর মধ্য দিয়ে সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণের মানুষদের সংযোগের সেতু গড়ে তুলে সাংস্কৃতিক ভাঙনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। অন্যদিকে, অনুবাদ সাহিত্যধারার সূচনা হয়েছিল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া ভক্তিভাব ও বাঙালির গার্হস্থ্য জীবন ধর্মকে ফিরিয়ে আনার জন্য। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত অনুসরণে অনুবাদ সাহিত্যের তিনটি ধারা গড়ে ওঠে। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এগুলির আবেদন বাঙালি জনমানসে অনেক বেশি বলেই মূলত রামায়ন, মহাভারত ও ভাগবত অনুবাদ সাহিত্যের অবলম্বন হয়ে ওঠে। অদ্ভুত আচার্য, শঙ্কর কবিচন্দ্র, চন্দ্রাবতী, দ্বিজ হরিচরণ, ষষ্ঠীবর সেন, প্রমুখ কবি বাংলা রামায়ণের ধারাকে সমৃদ্ধ করলেও এই কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি কৃত্তিবাস ওঝা।

বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনার গৌরব কৃত্তিবাসের। কৃত্তিবাসের রামায়ণের দুটি পুথিতে তাঁর আত্মকাহিনি পাওয়া গেছে।

১। হারাধন দত্তের পুথি, যিনি বদনগঞ্জ নিবাসী ছিলেন। এই পুথিটির প্রথম প্রকাশ দীনেশ চন্দ্র সেনের হাত ধরে তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের ১ম সংস্করণে।

২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক সংগৃহীত ও রক্ষিত অসম্পূর্ণ পুথি। এই পুথির আত্মকাহিনি অংশ ভারতবর্ষ পত্রিকায় নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেন।

এই দুই পুথি থেকে কৃত্তিবাস সম্পর্কে যে তথ্য গুলি জানা যায়, কবির পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গে। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার কারণে তারা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে গঙ্গানদীর তীরবর্তী ফুলিয়া গ্রামে বসবাস শুরু করেন। তাঁর পিতা বনমালী, মা মালিনী। কবি বলেছেন- 'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস।' মাত্র বার বছর বয়সে বিদ্যার্জন শেষ করে তিনি গৌড়েশ্বরের সভায় নিজের লেখা সাতটি শ্লোক গৌড়েশ্বরকে শোনান। তিনি গৌড়েশ্বরের সভায় যথেষ্ট সমাদর পান ও পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। মনে হয় কবি গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দিন বারবাকশাহের পৃষ্ঠপোষকতায় এই কাব্যটি রচনা করেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে মৌলিকতা: কবি কৃত্তিবাস বলেছেন, 'লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত।' বোঝা যায়, বাল্মীকি রামায়ণ কে কবি কৃত্তিবাস সহজ সরল ভাষায় সাধারণ মানুষের উপযোগী করে 'শ্রীরামপাঁচালি'তে রূপ দিয়েছেন। মূল সংস্কৃত রামায়ন ছাড়াও কবি কৃত্তিবাস শ্রীরামপাঁচালির উপাদান সংগ্রহ করেছেন জৈমিনি ভারত, অদ্ভুত রামায়ন, দেবী ভাগবত, মার্কেন্ডীয় পুরাণ, পদ্মপুরাণ ইত্যাদি থেকে। আসলে কবি কৃত্তিবাস বাঙালি জীবনের উপযোগী করে তাঁর কাব্যকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন।

কবি কৃত্তিবাস মূল রামায়ণের হুবহু অনুবাদ বা আক্ষরিক অনুবাদ করেননি, করেছেন ভাবানুবাদ। তাই মূল রামায়ণের অনেক প্রসঙ্গ যেমন এই কাব্য থেকে কবি বাদ দিয়েছেন, তেমনই নতুন কিছু বিষয় সংযোজনও করেছেন যা কবির স্বকল্পিত, যার মধ্য দিয়ে কবির বাঙালি মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। এই স্বকল্পিত অংশগুলি কবি কৃত্তিবাসের কাব্যের মৌলিকতার সাক্ষ্য বহন করে। মূল রামায়ণ থেকে কবি যে অংশগুলি বাদ দিয়েছেন, সেগুলি হল-

ক। কার্ত্তিকের জন্ম

খ। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ

গ। অম্বরীশ যজ্ঞ

ঘ। রামচন্দ্রের আদিত্য হৃদয় স্তবপাঠ ইত্যাদি বিষয়।

অন্যদিকে কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবি যে বিষয়গুলি সংযোজন করেছেন, সেগুলি হল-

ক। দিলীপ-সৌদাস-রঘুর কাহিনি

খ। কৈকয়ীর বরলাভ

গ। দশরথের রাজ্যে শনির দৃষ্টি

ঘ। হনুমানের সূর্যকে কক্ষতলে ধারণ

ঙ। গুহকের সঙ্গে মিতালি

চ। বীরবাহুর যুদ্ধ ইত্যাদি।

মূল রামায়ণের চরিত্রগুলি যে রূঢ় ভাব আমরা লক্ষ্য করি, কৃত্তিবাসের রামায়ণে তা নেই। অর্থাৎ চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে কবি কৃত্তিবাস ভাবগত পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। মূল রামায়ণের রাম চরিত্র 'নরচন্দ্রমা', আদর্শ ক্ষত্রিয়। তিনি আর্য সংস্কৃতির প্রতিনিধি। আর কৃত্তিবাসী রামায়ণের রাম ভক্তের ভগবান আবার বাঙালি ঘরের ছেলেও। শুধু রাম নয়, সতী, লক্ষ্মণ, হনুমান –সকলেই বাঙালি ঘরের চরিত্রে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, বাঙালি জীবনের নানা রীতি-নীতি-সংস্কার এই কাব্য গুরুত্ব পেয়েছে অর্থাৎ খাঁটি বাঙালিয়ানাকে কবি কাব্যের মধ্যে তুলে ধরেছেন।

মূল রামায়ণ বীররসের কাব্য। কিন্তু কৃত্তিবাসের কাব্যে গুরুত্ব পেয়েছে করুণ রস, ভক্তিরস ও হাস্যরস।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের জনপ্রিয়তার কারণ : কৃত্তিবাসী রামায়ণের জনপ্রিয়তার কারণ গুলি হল-

১। কাহিনি পরিবেশনে বাঙালিয়ানার ছাপ রেখেছেন তাঁর কাব্যে। এই উদ্দেশ্যে কাব্যের মধ্যে কবি একাধিক গ্রহণ বর্জন ঘটিয়েছেন।

২। কবি কৃত্তিবাস চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বাঙালিয়ানার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর কাব্যে।

৩। বাঙালি জীবনের নানা খুঁটিনাটি রীতি-নীতি-আচার-সংস্কার-বিশ্বাসকে কাব্যের মধ্যে কবি তুলে ধরেছেন।

৪। করুণ রসের পরিবেশন ও ভক্তিবাদের প্রাধান্য কৃত্তিবাসের রামায়ণের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

৫। বাঙালির খাদ্যসংস্কৃতি কাব্যের মধ্যে উঠে এসেছে।

৬। বাংলা দেশের ভূপ্রকৃতি, নদ-নদী, পশুপাখি অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ কৃত্তিবাসী রামায়ণে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

৭। বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনধর্মের প্রকাশ ঘটেছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে।

বাঙালি জীবনে কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রভাব এতই সুদূরপ্রসারী যে বাঙালি জীবনের মধ্য দিয়ে নানাবিধ ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেলেও বাঙালি জীবনের ঐতিহ্যের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। ধনীর অট্টালিকা থেকে দরিদ্রের পর্ণকুটির পর্যন্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সমান সমাদর। আর এখানে কবি কৃত্তিবাস ও তাঁর কাব্যের গুরুত্ব। কবি মধুসূদন কৃত্তিবাস সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন-'কৃত্তিবাস কীর্তিবাস কবি এবঙ্গের অলংকার।